গণিতপরিক্রমা ২৭শ খণ্ড ২০১৭ পৃ. ৯-১২

স্মৃতিতে ভাস্বর নোবেলবিজয়ী আবদুস সালাম

এম. শামসুর রহমান

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

আজ ২১ নভেম্বর ২০১৬। এ উপমহাদেশের অসাধারণ প্রতিভা নোবেলবিজয়ী বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালামের বিংশতিতম মৃত্যুবার্ষিকী। প্রফেসর সালামের মৃত্যুদিবস তাই বিজ্ঞান জগতের এক বেদনাবিধুর দিন।

আবদুস সালাম ১৯৭৯ সনে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনিই প্রথম পাকিস্তানি যিনি নোবেল জয়ের খ্যাতি অর্জন করেন। বিজ্ঞান সাধনা ও গবেষণায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আদম্স পুরস্কারসহ তিনি বহু পুরস্কারের গৌরবে মন্ডিত হন।

১৯২৬ সনের ২৯ জানুয়ারি আবদুস সালাম তৎকালীন ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের জং (Jhang) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৬ সনের গণিতে এম এ। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণির সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রি অর্জনে র‍্যাঙলার (wrangler) হওয়ার দুর্লভ কৃতিত্বেরও অধিকারী তিনি। এই সূত্রে প্রফেসর সালাম গণিতশিক্ষায় রেখেছেন সৃজনশীল মেধার স্বাক্ষর। গণিতচর্চায় ছিলেন শতাব্দির অন্যতম প্রধান পুরুষ। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫২-তে তিনি পিএইচ ডি ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। FRS-এ ভূষিত হন। আবদুস সালাম লাহোর সরকারি কলেজ ও কেমব্রিজে অধ্যাপনা করেন। এরপর লন্ডন ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজিতে ৩১ বছর বয়সে ১৯৫৭-তে তিনি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের প্রফেসর নিয়োগ পান। ১৯৬৪ সনে তারই নিরলস প্রচেষ্টায় ইতালির ত্রিয়েস্তে আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই থেকে নব্বইয়ের দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন পরিচালক পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্তীকালে সভাপতির দায়িত্বে থাকেন। তার মৃত্যুর পর এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হয়েছে The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics.

বাংলাদেশে বিজ্ঞানের উৎকর্ষসাধনে আবদুস সালাম দৃষ্টিগ্রাহ্য অবদান রাখেন। এই বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীর অকৃপণ সহযোগিতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত ও ভৌতবিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে (১৯৮৮)। পদার্থবিজ্ঞানে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৩ সনের ২৩ মে তাকে সম্মানসূচক ডি.লিট. ডিগ্রি প্রদান করে। প্রফেসর সালাম কার্জন হলের সম্মুখস্থ উদ্যানে হুইল চেয়ারে উপবিষ্ট থেকে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। ওই বছরই প্রফেসর সালামের শেষ বাংলাদেশ সফর।

ত্রিয়েস্তে আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে বহুবিধ কর্মশালায় অংশগ্রহণের সুযোগ আমার

হয়েছে। অধিকন্তু, Long-term Visiting mathematician (১৯৯০) ও Associate member (১৯৯০-৯৫) হিসেবেও সেখানে সংশি-ষ্ট ছিলাম। এভাবেই ওই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রায় দেড় দশককালের আমার নিবিড় যোগসূত্র।

এক সত্য উচ্চারণের মধ্য দিয়ে প্রফেসর সালামের মানসিকতা ও মহত্ত্বের যে লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এখানে তা তুলে ধরা থেকে বিরত থাকতে পারছি না। ১৯৮৩-এর আগস্ট। ত্রিয়েস্তে এক কর্মসূচিতে আমি যোগদান করেছি। সাথে ছিলেন আমার সহকর্মী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগের সহকারী প্রফেসর (বর্তমানে প্রফেসর) সত্রাজিৎ কুমার সাহা। প্রফেসর সালাম এক স্নিগ্ধ সকালে কর্মসূচিতে যোগদানকারী বাংলাদেশী, ভারতীয় ও পাকিস্তানি বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ জানালেন। আমিও সে আমন্ত্রণ রক্ষা করি। বৈঠকে নোবেলবিজ্ঞানীকে একজন একটি প্রশ্ন করেন। প্রফেসর সালাম স্মিতহাস্যে ও অসংকোচে বললেন: Sorry, I do not know this thing. কেউ সর্ববিদ্যা বিশারদ নন। তাই প্রকৃত জ্ঞানতাপসের মধ্যেই এ ধরনের অকপট স্বীকৃতি সম্ভব।

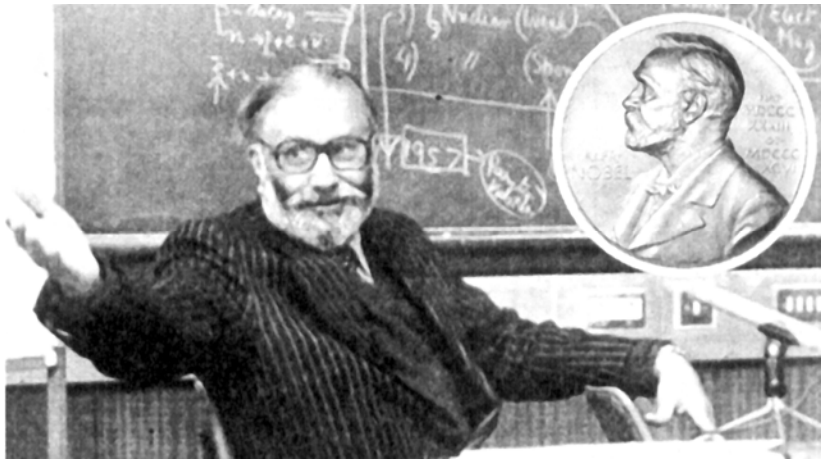

বিদেশে কয়েকবার প্রফেসর আবদুস সালামের সহচর্যে এসেছি। আজো মনে পড়ে, আমি ও কয়েকজন বিজ্ঞানী তার অফিস কক্ষে ১৯৯০-এর এপ্রিলে ঈদ-উল্-ফিতরের নামাজ আদায় করেছি। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কিছুকাল অক্সফোর্ডে বসবাস করতেন। ১৯৯৩-এর আগস্টে আবদুস সালাম অক্সফোর্ড থেকে দু'চার দিনের জন্য ত্রিয়েস্তে তার প্রিয় প্রতিষ্ঠানে এলেন। জাহাঙ্গীরনগরের গণিতের আমি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের কয়েকজন শিক্ষক তার সাথে কোন প্রকারে কুশল ও শুভেচ্ছা বিনিময় করি। সে সময় তিনি প্রায় বাকশক্তিহীন ও চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। তার মায়াবী মুখখানার দিকে তাকিয়ে আমারও মন বিষন্নতায় ভরে উঠলো।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ গণিত সমিতির উদ্যোগে ২৭-২৯ ডিসেম্বর

১৯৮৬ পঞ্চম গণিত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর আ ফ ম কামালউদ্দিন (মৃত্যু: ঢাকা ৬ জানুয়ারি ১৯৮৮)। বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ও Third World Academy of Sciences এর Fellow প্রফেসর মু ওসমান গণি (মৃত্যু: ঢাকা ২১ জুলাই ১৯৮৯)। অনুষ্ঠানের অন্যতম আমন্ত্রিত ব্যক্তিত্ব ভারতের Dr. B R Ambedkar বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য বিশিষ্ট গণিতবিদ প্রফেসর সুন্দরলাল অনিবার্য কারণে সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারছেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করেন। এই মহতী অনুষ্ঠানের সাফল্যের তিনি প্রার্থনা জানান।

প্রধান অতিথি আবদুস সালাম। প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন ও সম্মেলনের সাফল্য কামনায় প্রফেসর সালাম তদানিন্ড়া সমিতির সভাপতি প্রফেসর এস এম শরফুদ্দিনকে (মৃত্যু: ঢাকা ২৬ জানুয়ারি ২০১০) ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তার পত্রের উত্তর পাঠান ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬। নোবেলবিজ্ঞানীর প্রেরণাদায়ক ও উৎসাহব্যঞ্জক পত্রটি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পঠিত হয়। গণিত সমিতির সাথে যোগসম্পর্কের স্মারক হিসেবে প্রফেসর সালামের পত্র আমাদের কাছে এক অতি মূল্যবান সম্পদ। আমার সম্পাদনাকালে সমিতির মুখপত্র 'গণিতপরিক্রমা' ৭ম খন্ড ১৯৯৭ এবং ১৬শ খন্ড ২০০৬ এ পত্রটি মুদ্রিত হয়েছে। ২৭শ খন্ড ২০১৭ তে বিশেষ অবস্থায় এটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

উলে-খ্য ওই গণিত সম্মেলনের আমি ছিলাম সংগঠন সম্পাদক। যুক্তরাজ্য, শ্রীলংকা এবং প্রতিবেশি দেশ ভারত থেকে প্রায় জন বিশেক প্রতিনিধি এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) প্রফেসর দিলীপ কুমার সিংহার যোগদান সম্মেলনের আমেজ বৃদ্ধি করে।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর আ ফ ম খোদাদাদ খান সম্মানিত প্রতিনিধিদের দেখ-ভালর দায়িত্বে থাকেন। উলে-খ্য, প্রফেসর খান সমিতি কর্তৃক সম্মাননাপ্রাপ্ত ২০০৮-বর্ষীয়ান গণিতবিদ (মৃত্যু : ঢাকা ২ আগস্ট ২০১৬)।

উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে সনদ বিতরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের সভাপতি মো. হুমায়ূন কবীর।

১৯৯৬-এর ২১ নভেম্বর অক্সফোর্ডে প্রফেসর সালাম ইন্ড়েকাল করেন। প্রফেসর সালামের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং শোকার্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে আমি একটি বার্তা প্রেরণ করি। আবদুস সালাম তনয় আহমেদ সালাম লন্ডন থেকে শোকবার্তার প্রত্যুত্তর দেন ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৬। শোকে মুহ্যমান সন্ড়ানের নিজস্ব মননে লেখা এ চিঠি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তাই সম্পাদক হিসেবে ২০০৫ গণিতপরিক্রমা ১৫শ খন্ডে চিঠিটিও পত্রস্থ করেছি। ২০১৭ গণিতপরিক্রমা ২৭শ খন্ডেও এটি দৃষ্ট হবে।

সুঠামদেহী স্মশ্রুমন্ডিত পুরুষ আবদুস সালাম ছিলেন অত্যন্ড় বিনয়ী ও নম্র

স্বভাবের মানুষ। এই বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী, মনস্বী শিক্ষাবিদ, চৌকস চিন্ড়াবিদ আজ আমাদের মাঝে নেই। তিনি তেমন দীর্ঘজীবন লাভ করেননি। কিন্তু জীবন সংগ্রামে জয়ী হন। আর জয়ী হয়েছেন বিজ্ঞানের জন্য ভালবাসায় উজ্জীবিত কর্মের সাধনায়। তার কর্ম, তার জীবনদর্শন আমাদের কাছে উজ্জ্বল ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে রইবে। তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞানচর্চায় ও শিক্ষার মহান ব্রতে উৎসর্গীকৃত মনীষীর ২০০৮-এর মৃত্যুবার্ষিকীতে বাংলাদেশ গণিত সমিতির সভাপতি হিসেবে আমার কার্যকালে (২০০৮, ২০০৯) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এতে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। স্বনামধন্য কয়েকজন গণিতবিদ ও পদার্থবিদ ওই অনুষ্ঠানে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। বরেণ্য বক্তারা হলেন:

এ এম হারুন অর রশীদ
জামাল নজরুল ইসলাম*
এম শমশের আলী
সুব্রত মজুমদার
আবদুল মোসাব্বির চৌধুরী
মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ
সত্রাজিৎ কুমার সাহা
মোহাম্মদ কায়কোবাদ।
[*মৃত্যু: চট্টগ্রাম ১৬ মার্চ ২০১৩]

অনুষ্ঠানটি তত্ত্বাবধান করেন রায়হানা তসলিম। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সমিতি সম্পাদক অমূল্য চন্দ্র মন্ডল। সভাপতিত্ব করেন সমিতি সভাপতি এম শামসুর রহমান।

সর্বজন শ্রদ্ধেয় আবদুস সালামকে আজ আমরা কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করছি। নিবেদন করছি তার প্রতি আমাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধাঞ্জলি।

c‡dmi Ave`m mvjv‡gi Rb¨ewlKx, gZ¨ewlKx Dcj‡¶ weªfb mg‡q wfbZi wk‡ivbv‡g cÎ-cwÎKvq h_v- ``wbK B‡ËdvK, msev`, hMvši, ``wbK RbKÉ I mgKvj-G Avgvi †jLv cKwkZ n‡q‡Q| wKš MwYZcwiµgvq G ai‡bi †jLv bv-`wL‡ji Kvi‡Y ¯vbjvf K‡iwb|

ejv †h‡Z cv‡i MwYZcwiµgv 7g LÊ (1997)-†Z *c‡dmi Ave`m mvjvg ¯§i‡Y* wkibv‡g `-Pvi K_v wj‡LwQ‡jb c‡dmi G Gd Gg Ave`i ingvb (gZ¨: XvKv 31 Rvbqwi 2012)| 21 b‡f¤i 2016-Gi msL¨vq Ômsev`Õ cwÎKvq weskwZZg gZ¨ewlKx‡Z k×v wb‡e`b K‡i Avgvi cKwkZ wbeÜ ewaZ K‡je‡i GLv‡b cbg`Y Kiv n‡jv| c‡dmi Ave`m mvjv‡gi 91-Zg Rb¨ewlKx‡Z (29-01-2017) Awbevh Kvi‡Y `Bw`b ev‡` ``wbK RbK‡É cKwkZ Avgvi wbe‡Üi wKQ K_vI GLv‡b MnY Kiv †h‡Z cv‡i|

- m¤úv`K

W